

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ওয়েবসাইট : <http://www.du.ac.bd> (DU Barta)

১ আষাঢ় ১৪৩০, ১৫ জুন ২০২৩

বঙ্গমাতা সেন্টারের উদ্যোগে সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাত্তুল্লাহ সেন্টার ফর জেনার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাইজ-এর উদ্যোগে “Empowering Future: Youth as the Architect of Smart Bangladesh” শীর্ষক এক সেমিনার গত ৩১ মে ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ. এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আসাদুজ্জামান নূর এমপি। স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাত্তুল্লাহ সেন্টার ফর জেনার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাইজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তামিয়া হক।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ. এস এম মাকসুদ কামাল বিশ্বাসনের যুগে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সম্মত বহুবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, তরণণা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। সময় ও সুযোগের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তরণণদের প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঢ়ার কাজে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তিনি তরণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন থেকে রাজনীতিবিদদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে-উপাচার্য



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও দর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু গণমানন্দের শাস্তির কথা বিবেচনা করে আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করতেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা ছিলো তাঁর রাজনীতির মূল দর্শন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের ‘জুলিও কুরি’ শাস্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্ব পৃতি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে গত ২৩ মে ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আগামী ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্যাপন হবে

আগামী ১ জুলাই ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্যাপন করা হবে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়’। দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে গত ২৯ মে ২০২৩ নবাব নওয়াবের আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যাপেলের (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ. এস এম মাকসুদ কামাল, কোর্যাধীক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রেস্টের এবং অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ জুলাই ২০২৩ সকাল ১০টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক বৰ্ণায় শোভাযাত্রা (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

একাডেমের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাই-উপাচার্য



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার ত্রিতীয় তুলে ধরে বলেছেন, এই ন্যক্তরাজনক গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে। গত ২২ মে ২০২৩ প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্যাল ক্লাসরুমে আয়োজিত গণহত্যা বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

আমরা একাডেম, ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম (ইবিএফ) এবং প্রজন্ম' ৭১ মৌখিকভাবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে।

আমরা একাডেমের চেয়ারম্যান মাহবুবুর জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে নেদারল্যান্ডস-এর মানবাধিকার কর্মী হ্যারি ভ্যান বোমেল, ডিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ্যানথন হলসল্যাগ, যুক্তরাজ্যের সিনিয়র

সাংবাদিক ক্রিস ল্যাকবার্ন, ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরামের নেদারল্যান্ডস-এর সভাপতি বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাইস্ট মাফিদুল হক সহ দেশ বিদেশের জেনোসাইট বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, শহিদ সত্ত্বান ও শহিদ পরিবারের সদস্যরা এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গণহত্যার মূলকেন্দ্র। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনোরে নৃশংস গণহত্যার নজির নেই। দেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা এই গণহত্যায় সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবিতে সম্মেলন আয়োজন করায় তিনি সহশিল্পীদের ধন্যবাদ জানান।

নিউক্লিয়ার ফেস্ট এন্ড রিসার্চ ফেয়ার অনুষ্ঠিত



শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নারীদের জন্য কাজের নিরাপদ পরিবেশে সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। নারীর

সচেতন থাকতে হবে।

আসাদুজ্জামান নূর এমপি নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজে এগিয়ে আসার জন্য তরণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার ত্রিতীয় তুলে ধরে বলেছেন, এই ন্যক্তরাজনক গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে। গত ২২ মে ২০২৩ প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্যাল ক্লাসরুমে আয়োজিত গণহত্যা বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

আমরা একাডেম, ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম (ইবিএফ) এবং প্রজন্ম' ৭১ মৌখিকভাবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে।

আমরা একাডেমের চেয়ারম্যান মাহবুবুর জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে নেদারল্যান্ডস-এর মানবাধিকার কর্মী হ্যারি ভ্যান বোমেল, ডিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ্যানথন হলসল্যাগ, যুক্তরাজ্যের সিনিয়র

সাংবাদিক ক্রিস ল্যাকবার্ন, ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরামের নেদারল্যান্ডস-এর সভাপতি বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাইস্ট মাফিদুল হক সহ দেশ বিদেশের জেনোসাইট বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, শহিদ সত্ত্বান ও শহিদ পরিবারের সদস্যরা এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গণহত্যার মূলকেন্দ্র। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনোরে নৃশংস গণহত্যার নজির নেই। দেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা এই গণহত্যায় সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবিতে সম্মেলন আয়োজন করায় তিনি সহশিল্পীদের ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গণহত্যার মূলকেন

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

জাইকা প্রতিনিধিদল

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর সিনিয়র উপদেষ্টা ড. ওয়াতানাবে কোইচিরোর নেতৃত্বে ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ মে ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো.

আখতারজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন জাইকা রিপ্রেজেন্টেটিভ চিনাংসু ইহা, প্রোগ্রাম অফিসার টমিতা নরিকুমি এবং আলিমুল হাসান।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহাম্মদ হাসান বাবু এবং জাপানের কিউশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিদ্যুৎ বরণ সাহা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাত্কালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু চেয়ার এবং জাপানের জাইকা চেয়ারের মধ্যে মৌখিক সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মৌখিক প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

পরে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর

কোইচিরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এডভেলপমেন্ট রিসার্চ ইন সায়েন্সে (কারস) কলফারেন্স রুমে 'জাপানে প্রকৌশল শিক্ষার ইতিহাস' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি অনুষদ এই সেমিনার আয়োজন করে।

চীনা দূতাবাসের কাউন্সেল

চাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচার এন্ড এডুকেশন অ্যাফেয়ার্স-এর কাউন্সেল র.মি. লিওয়েন জু গত ১৭ মে ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো। আখতারজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাত্কালে তাঁরা বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ' নামে একটি গবেষণাধৰ্মী সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। এবিষয়ে শীঘ্ৰই একটি সমবোতা স্মারক

সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সেসম্পর্কে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো। আখতারজ্জামানকে অবহিত করেন।

সুইডেনের অধ্যাপক

সুইডেনের লুলিয়া ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি-এর সায়েস এভ টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কার্ল অ্যাভারসন গত ১৯ মে ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো।

আখতারজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবন কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কর্মসূচির সদস্য অধ্যাপক ড. মো।

সাজাদ হোসেন এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো। হাসিবুর রহিম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাত্কালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুইডেনের লুলিয়া ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'র মধ্যে মৌখিক সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো। আখতারজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং জাপানের তত্ত্বাবধানে মৌখিক প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

পরে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর

সিনিয়র উপদেষ্টা ড. ওয়াতানাবে

কোইচিরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার

ফর এডভেলপমেন্ট রিসার্চ ইন সায়েন্সে (কারস)

কলফারেন্স রুমে 'জাপানে প্রকৌশল শিক্ষার ইতিহাস' শীর্ষক এক

সেমিনারে বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি অনুষদ এই সেমিনার আয়োজন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো। আখতারজ্জামান বলেন, বিশ্ব শাস্তি পরিয়দ

বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে ও

পরে বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যায়ন করে জাতির

পিতা বহুক্লু শেখ মুজিবুর রহমানকে

'জুলিও কুরি' শাস্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত

নেয়। বর্ণাত্য রাজনৈতিক জীবনের সকল

পর্যায়েই বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিলো শোষিত

ও বিহৃত মানুষের পক্ষে। বঙ্গবন্ধুর

অসাম্পন্দিয়ক, মানবিক ও শাস্তির দর্শন

নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য

তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ইউনেক্সো পরিচালক

চাকাস্থ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও

সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেক্সো)-এর

পরিচালক ড. সুসান ভাইজ গত ২৮ মে

২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

অধ্যাপক ড. মো। আখতারজ্জামানের

সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাত্কালে তাঁর সাথে ছিলেন ঢাকা ইউনেক্সোর হেড অব এডুকেশন মিস.

হুহ্যান এবং শিক্ষা বিষয়ক ন্যাশনাল

প্রোগ্রাম অফিসার মি. ধানা রঞ্জন ত্রিপুরা।

সাক্ষাত্কালে তাঁরা পারম্পরিক

স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিশেষ করে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনেক্সোর মধ্যে

মৌখিক সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা

কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে মত

বিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

'ইউনেক্সো চেয়ার' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাঁরা

ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। এসময় ড.

সুসান ভাইজ এই 'ইউনেক্সো চেয়ার'

প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি এবং এর আওতায়

সভাব্য যেসব বিষয়ে মৌখিক

বিবেচনা করা হয়ে

সকল সাময়িক প্রয়োজন করা হয়ে

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী পালিত ‘অগ্নিবীণার’ বৈপ্লবিক চেতনায় বঙ্গবন্ধু অনুপ্রাণিত হয়েছেন-উপাচার্য



উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামান বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের ১২টি অনবদ্য কবিতার বৈপ্লবিক, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। নতুন প্রজন্ম সেই আলোকে নিজেদের শাণিত করে একটি মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবেন বলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। গত ২৫ মে ২০২৩ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি প্রাঙ্গণে কবির ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। জন্মবার্ষিকীর এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘অগ্নিবীণার শতবর্ষ: বঙ্গবন্ধুর চেতনায় শাণিতরূপ’।

জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে কবি'র সমাধিতে গমন, পুস্পত্বক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। এসব অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যাসেলের (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। শুধু নিবেদন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামানের সভাপতিত্বে কবি'র সমাধি প্রতিষ্ঠিত করেন এক আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ২৪ জন শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ২৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামান গত ২৮ মে ২০২৩ বিভাগীয় মিলনায়তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. হারুনুর রশীদ খানের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে জীবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ. কে এম মাহবুব হাসান, বিসিএসআইআর-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো.



এফতাব আলী শেখ, বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামান মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ বিভাগের যুগোপযোগী গবেষণার মাধ্যমে দেশের পরিবেশ ও

এবং ২ জন ‘মতিয়ার রহমান বৃত্তি’ লাভ করেন।

এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামান মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ বিভাগের সংক্ষার কাজের উৎসোধন করেন।

২০ জন শিক্ষার্থীর ‘আলহাজ মকবুল হোসেন ট্রাস্ট ফাউন্ড’ বৃত্তি লাভ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ২০ জন মেধাবী ও অসংচল শিক্ষার্থী ‘আলহাজ মকবুল হোসেন ট্রাস্ট ফাউন্ড’ বৃত্তি লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামান গত ২৪ মে ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ‘আলহাজ মকবুল হোসেন ট্রাস্ট ফাউন্ড’-এর দাতা আহসানুল ইসলাম চিটু, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি ব্যক্ত করেন তাজরীন জাহান মুনিয়া এবং সামসন বম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও দাতা পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামান প্রয়াত আলহাজ মকবুল হোসেন-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে তিনি কাজ করে গেছেন। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি খাতের উন্নয়নেও তিনি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। উপাচার্য বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় আরও অনুপ্রাণিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূল্যবোধ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সুন্মোগ্রাহিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, ঢাবি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যালামানাই এসোসিয়েশনের

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ মকবুল হোসেন ২০২০ সালে ইন্টেকাল করেন।



অর্থনৈতিক বিভাগের দুজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনৈতিক ১৯৭৬ স্মৃতি ট্রাস্ট ফাউন্ড’ প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারজামান গত ১৫ মে ২০২৩ উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, দাতা প্রতিনিধি-তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদ খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরম্মাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬১৯১০০-৫৯/৮১০০, ০১৭৫৮১২৪১৫